রাজস্ব বাজেটের আওতাধীন কর্মসূচি

সরকারের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও অর্জনের সহায়ক হবে এরূপ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটের আওতায় কর্মসূচি হিসেবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় তাদের সহায়ক কার্যক্রম হিসাবে স্বল্প ব্যয়ে উন্নয়নমূলক কার্য সম্পাদন, দারিদ্র্য বিমোচনমূলক, প্রবৃদ্ধি সহায়ক ও মানবসম্পদ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্বলিত সীমিত বরাদ্দের মধ্যে এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহন করছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে কর্মসূচির জন্য ৩২৭.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৪৬৩.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে রাজস্ব বাজেটের আওতায় অর্থবিভাগের ২টি কর্মসূচি রয়েছে। তন্মধ্যে ১টি সরাসরি অর্থ বিভাগ এবং অন্যটি হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় বাস্তবায়ন করছে।'সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ: অগ্রাধিকার কার্যক্রমসমূহের ধারাবাহিকতা রক্ষা' শীর্ষক কর্মসূচিটি সরাসরি অর্থ বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়ের মাধ্যমে 'ডিভিশনাল কন্ট্রোলার অব একাউন্টস্ (ডিসিএ), চট্টগ্রাম এর কার্যালয়ের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা) ভবন নির্মাণ' শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১) 'সরকারি ব্যয়ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ: অগ্রাধিকার কার্যক্রমসমূহের ধারাবাহিকতা রক্ষা' কর্মসূচি

আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংস্কার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা, মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো পদ্ধতিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়া এবং সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সংস্কার কাজগুলো সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নভেম্বর ২০১৪ হতে জুন ২০২০ মেয়াদে ৬৯৮৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'সরকারি ব্যয়ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ: অগ্রাধিকার কার্যক্রমসমূহের ধারাবাহিকতা রক্ষা' শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সরকারের প্রাপ্তি ও পরিশোধের পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রাপ্তির লক্ষ্যে সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কার সংক্রান্ত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গৃহীত, সম্পাদিত ও চলমান কার্যক্রম নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

- Integrated Budget and Accounting System (iBAS)-এর উন্নত ভার্সন *iBAS*$^{++}$সিস্টেম উন্নয়নের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে *iBAS*$^{++}$এর বাজেট প্রণয়ন মডিউল এর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে বাজেট প্রণয়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে বাজেট প্রণয়নের এই মডিউলটি জেলা-উপজেলা পর্যায়ে প্রবর্তনের কাজ চলছে;

- অধিকতর দক্ষতার সাথে বাজেট বাস্তবায়নের জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে দেশের সকল জেলা-উপজেলায় বাজেট বাস্তবায়ন মডিউল চালু করা হয়েছে। সেই সাথে 'বাজেট কন্ট্রোল অপশন' চালু করে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। এছাড়া *iBAS*$^{++}$এর হিসাবরক্ষণ মডিউলের মাধ্যমে দেশের সকল হিসাবরক্ষণ অফিসে ২০১৯ সালের জুন ক্লোজিং সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে;

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মত ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট পূর্ববর্তী ১৩ ডিজিটের পরিবর্তে ৫৬ ডিজিটের নতুন বাজেট ও হিসাবরক্ষণ শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের হিসাবায়ন নতুন শ্রেণিবিন্যাসের

মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। এতে জেলাভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন করা এবং আন্তর্জাতিক মানের প্রতিবেদন প্রণয়ন করা সম্ভব হবে;

- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে এবং অধিকাংশ দপ্তর/অধিদপ্তরে গেজেটেড কর্মকর্তাগণের জন্য Online Pay Bill Submission এর ওপর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ কার্যক্রম জেলা/উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে;
- নন-গেজেটেড কর্মচারীদের অনলাইনে বেতন বিল দাখিল এবং ইএফটিতে বেতন প্রদান অপশন অর্থবিভাগসহ কয়েকটি দপ্তরে সফলভাবে পাইলটিং করা হয়েছে;
- সরকারি কর্মচারীগণের পেনশন ডাটাবেইজ প্রণীত হয়েছে। প্রায় ৬ লক্ষ ৫০ হাজার পেনশনভোগীর তথ্য ডাটাবেইজে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে এবং এসব পেনশনভোগীদের মাসিক পেনশন ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (Electronic Fund Transfer-EFT) এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হচ্ছে। বর্তমানে সিজিএ-এর আওতাধীন ৬৬টি হিসাবরক্ষণ কার্যালয়সহ সকল প্রতিরক্ষা হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ে ইএফটির মাধ্যমে পেনশন প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে একটি প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়, পেনশন এন্ড ফান্ড ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সকল পেনশনারকে ই-পিপিও প্রদান করা হবে এবং EFT এর মাধ্যমে পেনশন প্রদান করা হবে;
- প্রায় ১১ লক্ষ ৫০ হাজার সরকারি কর্মচারীর অনলাইন ডাটাবেইজ তৈরি হওয়ায় তাদের বেতন ভাতা বাবদ বাজেট প্রণয়ন, অবসর গ্রহণের তথ্য সংগ্রহ এবং EFT এর মাধ্যমে বেতন পরিশোধ কার্যক্রম সহজতর হয়েছে;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়াধীন ৭টি SAE (Self Accounting Entity) যথা- গণপূর্ত অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, রেলওয়ে এবং ডাক বিভাগ, সিজিডিএ-এ iBAS^{++} এর হিসাবরক্ষণ মডিউল চালু করা হয়েছে, এসব অফিস থেকে ইস্যুকৃত ইলেকট্রনিক অ্যাডভাইসের ভিত্তিতে ব্যাংক থেকে অর্থ পরিশোধ করছে, যার ফলে বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে;
- ঢাকাসহ বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে গেজেটেড কর্মকর্তাগণও অনলাইনে বেতন-ভাতার বিল দাখিল করছেন এবং তাদের বেতন-ভাতাদিও Electronic Fund Transfer (EFT) এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হচ্ছে। বিভাগীয় শহরের বাইরে বগুড়া, নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লাতে এ সুবিধা চালু করা হয়েছে;
- প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের বেতন-ভাতাদি iBAS^{++} এর মাধ্যমে পরিশোধের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এই কার্যক্রম ২০১৯-২০ অর্থবছরে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে;
- জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এটি একটি কেন্দ্রীয় ইন্টারনেটভিত্তিক সফটওয়্যার, যার মাধ্যমে সকল প্রকার সঞ্চয়পত্র বিক্রয়, লভ্যাংশ প্রদান এবং এ সম্পর্কিত যাবতীয় হিসাবায়ন সম্পন্ন হচ্ছে। সঞ্চয়পত্রের কিস্তির সুদ এবং আসল নগদায়নের অর্থ ইএফটির মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সঞ্চয়পত্রকে পেপারলেস (script-less) করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের উর্ধ্বসীমা বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে অন্যদিকে সঞ্চয়পত্রের লেনদেন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে এবং গ্রাহক সেবার মান উন্নীত হচ্ছে;
- স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থ সরকারের ট্রেজারি সিঙ্গেল অ্যাকাউন্টসের বাইরে যাতে পড়ে না থাকে, সে উদ্দেশ্যে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের জন্য iBAS^{++} এ নতুন মডিউল সংযোজন করা হয়েছে। এই মডিউলটি বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ও মানবসম্পদ উন্নয়ণ তহবিলে প্রাথমিকভাবে পাইলটিং করা হয়েছে;

- iBAS^{++} ব্যবহার করে G2P এর মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কার্যক্রমসমূহের সুবিধাভোগীদের ভাতা সুবিধাভোগিদের পছন্দ মাফিক (ব্যাংক/মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে) পরিশোধের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে;
- ব্যাংকের কাউন্টারে চালান জমাদানের উদ্দেশ্যে এ-চালান (a-Challen) প্রক্রিয়া চালুর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের যে কোন শাখার কাউন্টারে চালান বাবদ অর্থ জমা প্রদান করা যাবে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালান প্রক্রিয়াকরণ হবে; এবং
- সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কার কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়াসহ আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার নিমিত্ত বিভিন্ন সময়ে দাতা সংস্থাসমূহের অর্থায়নে নানাবিধ আর্থিক সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় Public Financial Management (PFM) Reforms Strategy 2016-2021 প্রণয়ন করা হয়েছে । PFM Reforms Strategy বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে PFM Action Plan 2018-2023 প্রণীত হয়েছে। উক্ত Action Plan-এর ১৪টি Component-এর মধ্যে অর্থবিভাগ সংশ্লিষ্ট ৮টি Component বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery (SPFMS) শীর্ষক একটি Program মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রোগ্রাম Document-এর আওতায় "Scheme on Reforms Leadership, Coordination and Monitoring" শীর্ষক একটি স্কিমের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে এবং অন্য ৭টি স্কিমের কার্যক্রম শীঘ্রই শুরু হবে।

২) 'ডিভিশনাল কন্ট্রোলার অব একাউন্টস্ (ডিসিএ), চট্টগ্রাম এর কার্যালয়ের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা) ভবন নির্মাণ' কর্মসূচি

'ডিভিশনাল কন্ট্রোলার অব একাউন্টস্ (ডিসিএ), চট্টগ্রাম এর কার্যালয়ের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা) ভবন নির্মাণ' শীর্ষক কর্মসূচিটি ১৭৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। ডিসিএ চট্রগ্রাম কার্যালয়ের বিদ্যমান ভবনের আরো ২ তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে এ কর্মসূচিটি নেয়া হয়। কর্মসূচিটি জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে।